ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র

জীবনী

20-February-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করে আর এই দরূদে পাক আমার কাছে পৌঁছানোর জন্য একজন ফিরিস্তা নিযুক্ত রয়েছে। **(মুজাম কবীর, ৮/১৩৪, হাদীস: ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✻ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!, اُذْكُرُوا اللّٰه!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি

শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আজ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের অলী, বিখ্যাত আলিম ও মুজতাহিদ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনকর্ম সম্পর্কে ঈমান তাজাকারী বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শুনব। যদি সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে শোনার সৌভাগ্য হতো, কতোই না ভালো হতো!। আসুন! তার জীবনের হৃদয়কাড়া কাহিনী শুনি, যেমনিভাবে-

যুগের ইমামের দিদারের জন্যে ব্যকুলতা

হযরত সায়্যিদূনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নাতি হযরত যুহাইর বিন সালেহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি আমার পিতা (হযরত সালেহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) কে এটা বলতে শুনেছি যে: একবার আমি যখন ঘরে আসলাম তখন বুঝতে পারলাম যে আমার সম্মানীত পিতা হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বড় আগ্রহ নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, আমি তাড়াতাড়ি খেদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম: হে আমার সম্মানীত পিতা! আপনি কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? বললেন: হ্যাঁ! তোমার অনুপস্থিতে এক লোক আমার সাক্ষাতে এসেছিলো, আমার আশা ছিলো যে তুমিও তাকে দেখবে কিন্তু এখনতো সে চলে গেছে। এসো! তার ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলি। আজ দুপুরের সময় আমি ঘরে ছিলাম দরজায় কেউ সালাম দিচ্ছে শুনলাম, দরজা খুললে সামনে একজন মুসাফির দেখতে পেলাম যে ছেঁড়া তালি দেওয়া জুব্বা পরিহিত ছিলো। জুব্বার ভেতরে কোর্তা পরিহিত ছিলো, তার সাথে সফরের মাল সামান রাখার কোন থলে ছিলো না, পানি পান করার কোন পাত্রও ছিলো না। সূর্যের তাপে তার মুখ পুড়ে গেছে। আমি (সালামের উত্তর দিয়ে)

তৎক্ষণাৎ তাকে ভিতরে আসতে বললাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কোথা থেকে এবং কী প্রয়োজনে এসেছেন। বলল: হুযুর! পূর্ব দিকের উপত্যকা হতে এসেছি, আমার আশা ছিলো যে এই এলাকায় হাজির হবো, আপনার ঘর যদি এখানে না থাকতো তাহলে আমি কখনো এখানে আসতাম না। আমি শুধুমাত্র আপনার সাথে দেখা করার জন্যে এসেছি। বললাম: তুমি এতো গরমের সময়ে ভিন দেশে সফরের কষ্ট সহ্য করে শুধুমাত্র আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে এসেছ? বলল: জি হুযুর! আপনার যিয়ারতের আকাংখা আমাকে এতো দূর নিয়ে এসেছে, এছাড়া এই এলাকায় আসার আর কোন প্রয়োজন নেই। মুসাফিরের কথা শুনে খুব অবাক হলাম এবং মনে মনে বললাম: আমার কাছে কোনো দিরহাম কোনো দিনার নেই যে এই গরীব মুসাফিরকে সাহার্য্য করবো। ঐ সময় আমার কাছে শুধুমাত্র চারটা রুটি ছিলো তাকে সেগুলো দিলাম আর বললাম: হে আল্লাহর বান্দা! আমার কাছে দিরহাম ও দিনার (অর্থাৎ দুনিয়াবী ধন সম্পদ) নেই। না হয় অবশ্যই তোমাকে দিতাম, শুধুমাত্র এই চারটা রুটি খাওয়ার জন্যে রেখেছিলাম, তুমি এগুলো গ্রহন করো। মুসাফির বলল: আপনার দিদারের সুধা পান করেছি এখন আমার দিরহাম ও দিনার (দুনিয়াবী মাল-দৌলত) এর চিন্তা নেই, বাকী রইলো রুটি। যদি রুটি গুলো নেওয়া, আপনার খুশির কারণ হয় তো বরকত পাওয়ার আশায় তা নিতে পারি।

আমি বললাম! যদি তুমি এই রুটি গুলো নাও তাহলে আমার মন খুশি হবে। মুসাফির সে রুটি গুলো নিলো এবং বলল: হুযুর! আমার মনে হচ্ছে আপনার দেওয়া রুটিগুলো শহর পর্যন্ত পৌঁছতে আমার জন্য যথেষ্ট হবে। আল্লাহ পাক আপনাকে হেফাযত করুক। তারপর সে আমার হাতে চুমু খেয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। আমি তাকে বিদায় দিলাম এবং বললাম: যাও! আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের কাছে সৌপর্দ করলাম। এরপর সে রওনা হলো, আমি বাহিরে দাড়িয়ে দেখতে রইলাম শেষ পর্যন্ত যে সে আমার দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে গেলো। হযরত সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার পিতা প্রায়ই তার কথা বলতেন। (উয়ূনুল হিকায়াত ৩১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বৈশিষ্ট সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনায় কোটি হাম্বলীদের মহান পথপ্রদর্শক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কিছু হৃদয়গ্রাহী গুণের বর্ণনা আছে, যেমন * তিনি সেই মহান ব্যক্তি যার সন্তান বরং সন্তানের সন্তানরাও তাঁকে সীমাহীন তাযিম ও সম্মান করতো। * নিজের সন্তানদের অনেক ভালবাসতেন। * নিজের সন্তানদের উৎসাহিত করার জন্যে ভাল ভাল কথা বলতেন। * তিনি আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। * তিনি যুগের অনেক বড় অলি এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হওয়া সত্বেও গরিবদের হীন, নীচ মনে করার পরিবর্তে পরিচিত না হওয়া সত্বেও অনেক প্রাধান্য দিতেন। * তিনি দূর দূরান্ত হতে আসা মুসাফিরদের আগমনে বিচলিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ভাল-মন্দের খোঁজ নিতেন। তিনি সেই মহান আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن এর অন্তর্ভূক্ত, জীবিত অবস্থায় যাদের প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো । * তাঁর যুগের জন সাধারণ প্রকৃত অর্থে ওলামায়ে কেরামকে সম্মান করতো এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن এর প্রতি সঠিক আকিদা ও ভালবাসা পোষণ করতো * তার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীগণ তার পবিত্র শহরকেও ভালবাসতো। * তাঁর পবিত্র যুগে প্রচন্ড গরম এবং উত্তপ্ত রোদেও লোকজন দূর দূরান্ত থেকে শুধুমাত্র তাঁর দিদারের সুধা পান করার জন্যে তার পবিত্র দরবারে হাজিরা দিতেন। * তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পবিত্র বক্ষ উম্মতে মুহাম্মদীর কল্যাণে ভরপুর ছিলো। *তিনি সর্বদা অপরের কল্যাণ কামনা করতেন * গরীবদের ধন সম্পদ দিয়ে সাহার্য্য করতে না পারায় চিন্তিত হয়ে যেতেন। * আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করার ব্যাপারে কখনো কোন কৃপণতা করতেন না। * তাঁর ব্যক্তিত্বে আল্লাহর উপর ভরসা ও অল্পে সন্তুষ্টির গুণ বিদ্যমান ছিলো * তাঁর যুগের লোকজন সৎ চরিত্রে চরিত্রবান ছিলো। *তিনি নিজের ভাগের রুটি গরীবদের মাঝে সদকা করে দিতেন। * তার দরবারে যখন কোন ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়ে আসতো কখনো খালি হাতে ফিরে যেতো না। * গরীব এবং অভাবীদের অন্তরে আনন্দ দান করতেন এবং তাদের মন জয়ও করতেন। * অভাবীদের এতো পরিমাণে দান করতেন যে তাদের নিজের দেশে পৌঁছতে কোনো চিন্তা থাকতো না । * তার সত্তাকে বরং তার দান করা বস্তুকে মানুষ নিজের জন্য বরকতের মাধ্যম মনে করতো। * তিনি তার দরবারে আসা ব্যক্তিদের ভালো ভালো দোয়া দিয়ে বিদায় জানাতেন। * অল্প সময়ের জন্য তার

সংস্পর্শ পাওয়া ব্যক্তি এবং ভালবাসা পোষণকারীদের সর্বদা স্মরণ রাখতেন। * মোটকথা তার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ব্যক্তিত্ব অসংখ্য গুণের সমাহার ছিলো। * আল্লাহ পাক আমাদেরও সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن বিশেষ করে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সত্যিকারের ভক্তি ও ভালবাসা নসীব করুক, তার পদাংক অনুসরণ করে চলার সৌভাগ্য নসীব করুক, আমাদেরকে উম্মতের দরদ এবং আল্লাহর উপর ভরসা ও অল্পে সন্তুষ্টির দৌলত দিয়ে ধন্য করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতক্ষণ আমরা হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনী সম্পর্কিত একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা এবং তার পবিত্র গুণাবলীর আলোচনা শুনেছি। আমরা হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনী সম্পর্কিত আরও ঘটনা শুনবো কিন্তু এর আগে চলুন তার পরিচয় জেনে নিই:

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পরিচয়

* তার উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, নাম আহমদ বিন হাম্বল, * তিনি রবিউল আউয়াল ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহন করেন। * তিনি খাঁটি আরবী ছিলেন। * ছোট কালেই তার সম্মানীত পিতার ওফাত হয়েছিলো, * তার সম্মানীত মাতা তাকে লালন পালন করেন তাকে আদব কায়দা শিখান। * তিনি শিক্ষার সূচনা বাগদাদেই করেন, * ১৫ বছর বয়সে ইলমে হাদীসের প্রতি মনোযোগী হন। * ৪ বছর পর্যন্ত বাগদাদের মুহাদ্দিস, হযরত ইমাম হুশাইম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে থাকেন, তার ইন্তিকালের পর অন্যান্য শহর সমূহ যেমন কূফা, বসরা, ইয়েমেন, সিরিয়া, মক্কা এবং মদীনায় সফর করেন, * হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইলমে দ্বীন অর্জন করার এমন আগ্রহ ছিলো যে স্বয়ং নিজে বলতেন : "যখন আমি সুবহে সাদিকের সময় ইলমে হাদীস অর্জন করার জন্যে বের হতাম তখন আমার মা আমার কাপড় ধরে আটকাতেন এবং বলতেন: যখন আযান দেবে তখন বের হও বা যখন সকাল হবে তখন যাও, * তার ইলমে হাদীস অর্জন করার এমন আগ্রহ ছিলো যে

তিনি বিয়ে এবং রোজগারের সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন অর্জন করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এমন কি ৪০ বছর পর বিয়ে করেন। (তাহযিব মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩৩ পৃষ্ঠা) * তিনি ইলম অর্জনকালীন সময়ে ৫ বার হজ্ব করেন যার মধ্যে ৩টি হজ্ব পায়ে হেটে করেন। (তাহযিবুত তাহযিব, ১০৬ নং, আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ১/৯৮) * ১২ রবিউল আউয়াল ২৪১ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। (তাহযিব মানাকিবুল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ২৬২ পৃষ্ঠা) * ২৩০ বছর পর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কবর প্রথমবার খনন করা হলে দেখা গেলো কেবল তার শরীর নয় কাফন পর্যন্ত অক্ষত ছিলো। (তাহযিবুত তাহযিব ১০৬ নং, আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল ১/১০০) * তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জানাযার নামাযে বিশ হাজার (২০,০০০) অমুসলিম ইসলাম গ্রহন করে। (সেরে ই'লামুন নাবলায়ে, ১৮৭৬ নং, আহমদ বিন হাম্বল, ৯/৫৩৮ পৃষ্ঠা) চল্লিশ হাজার (৪০০০০) হাদীসের কিতাব "মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলচ তারই লিখিত। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৭/৩৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক আপন বান্দাদেরকে যে নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেন, তার মধ্যে "মুখস্থ শক্তি" অর্থাৎ মুখস্থ রাখার ক্ষমতাও একটি। যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ব্যাপী অভিজ্ঞতাকে নিজের মস্তিষ্কে সহজেই সংরক্ষণ করে রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমে প্রচুর উপকার অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেও সেই সৌভাগ্যবানদের মাঝে গণ্য করা হয়, যাদেরকে আল্লাহ পাক অলি বানানোর পাশাপাশি স্বরণ রাখার ক্ষমতা অর্থাৎ প্রখর মুখস্থ শক্তি দিয়ে ধন্য করেছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের দরবার হতে পাওয়া এমন অনন্য নিয়ামত এবং অতুলনীয় মেধার মাধ্যমে হাজারো হাদীস শরীফ নিজের অন্তরে ও মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। যার সুন্দর উদাহরণ হাজারো হাদীস শরীফের সমাহার **মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল**। আসুন! হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুখস্থ শক্তির ব্যাপারে কিছু মনকাড়া ঘটনা শুনি: যেমন

শিক্ষকের সকল কথা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ

হযরত হুশাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রথম ওস্তাদ, তিনি এক বছর ধরে হযরত হুশাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় সংস্পর্শে

অবস্থান করে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন। যেই সময় হযরত হুশাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল হয় সেই তার বয়স মোবারক বিশ (২০) বছর ছিলো এবং যা কিছু তিনি তার ওস্তাদের কাছ থেকে শুনেছেন ঐ সব কিছু তিনি তার মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। যেমন

তিনি নিজে বলেছেন : যখন আমার বয়স বিশ (২০) বছর ছিলো তখন হযরত হুশাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল হয়, আমি তার কাছ থেকে শোনা সকল বিষয় নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করেছি।

(সেরে ই'লামুন নাবলায়ি ১৮৭২ নং, আহমদ বিন হাম্বল, ৪৩৯/৯ পৃষ্ঠা)

যা শুনতেন মুখস্থ হয়ে যেত

হযরত সায়িদ বিন আমর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইমাম আবু যুরআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু যুরআ! আপনার মুখস্থ বেশি নাকি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর? বললেন: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুখস্থ শক্তি আমার চেয়ে বেশি প্রখর। হযরত সায়িদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন? বললেন: আমি তার কিতাবগুলো দেখেছি, সেগুলোর শুরুতে যেসব হাদীস শরীফ তিনি বর্ণনা করেন সেগুলোর বর্ণনা কারীর নাম উল্লেখ করেন নি, এটা এই কারণে যে তিনি হাদীসে মোবারকার যে অংশ শুনতেন সেগুলো নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করতেন আর এটা আমার সামর্থের বাইরে।

(সেরে ই'লামুন নাবলায়ি ১৮৭৬ নং, আহমদ বিন হাম্বল, ৯/৪৪০ পৃষ্ঠা)

হাজারো হাদীস সমূহ মুখস্থ করে ফেলতেন

হযরত ইমাম আবু যুরআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হযরত আব্দুল্লাহ'কে বললেন: আপনার পিতা হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাজার হাজার হাদীস মুখস্থ করে ফেলতেন।

(সেরে ই'লামুন নাবলায়ি ১৮৭৬ নং, আহমদ বিন হাম্বল, ৯/৪৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন যে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুখস্থ শক্তি কেমন প্রখর ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুব কম বয়েসেই হাজারো হাদীস শরীফ মুখস্থ করে ফেলতেন এবং সেই হাদীস শরীফের বর্ণনাকারী অধিকাংশ

বুযুর্গদের নামও মুখস্থ করে ফেলতেন, নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া এবং অনুগ্রহ এবং নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষ কৃপা দৃষ্টির বরকত ছিলো যে লোকজন তার মুখস্থ শক্তির প্রশংসা করতো, যেখানে আজ আমাদের মুখস্থ শক্তি দূর্বল হয়ে গেছে গতকালের ছোটখাটো বিষয়ও মনে থাকে না, ইংরেজী মাস, তারিখ এসব মনে থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় ! ইসলামী মাস, তারিখের কোন খবর থাকে না, মালপত্রের হিসাব কিতাব সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকি, নামাযের রাকাত ভুলে যাই যে কতো রাকাত পড়েছি এবং কতো রাকাত বাকী রয়েছে, কোন কিতাব বা রিসালা বার বার পড়ার পরও তার গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ থাকে না। অতঃএব যদি আমরা আমাদের মুখস্থ শক্তি প্রখর করতে চাই, ভুলে যাওয়ার রোগ হতে মুক্তি পেতে চাই, মুখস্ত শক্তিকে মযবুদ করার পদ্ধতি জানতে চাই। যদি ভুলে যাওয়ার রোগ সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে জানতে চান তবে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “হাফেযা কেইসে মযবুদ হো” অধ্যয়ন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** হতে এই কিতাব পড়তেও পারবেন, ডাউনলোড ও **(Download)** এবং প্রিন্ট আউট **(Print out)** ও করতে পারবেন।

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার সহজ পদ্ধতি

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ দরুদ পাকের ফযিলত বর্ণনা করেন: যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয় তাহলে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে এই দরুদে পাকটি অধিক পরিমাণে পাঠ করুন,

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَبَارِکۡ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الۡکَامِلِ وَعَلٰی اٰلِہٖ کَمَا لَا نِھَایَۃَ لِکَمَالِکَ وَعَدَدَ کَمَالِہٖ

اِنۡ شَآءَ اللّٰہ মুখস্ত শক্তি মজবুদ হয়ে যাবে। (মাদানী পাঞ্জে সূরা ১৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দ্বীনের খাতিরে জান, মাল এবং ঘর-পরিবার ইত্যাদি উৎসর্গ করার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা অনেক প্রাচীন। সুতরাং যখন আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَہُمُ اللّٰہ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن এবং ওলামায়ে দ্বীন নিজ মর্যাদা অনুযায়ী দ্বীনের তাবলীগের কাজ শুরু

করেন ফুল বা মুক্তার মালা দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়নি বরং এই অনুগ্রহের পরিবর্তে তাদের উপর জুলুম ও অত্যাচারের পাহাড় তুলে দেওয়া হয়েছে, করাত দিয়ে কাটা হয়েছে, কয়েদি ও বন্দির কষ্ট দেওয়া হয়েছে, শরীরের চামড়া পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছে, খালি পিঠের উপর চাবুক মারা হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে হাসি তামাশা করা হয়েছে, নিজের দেশ থেকে বের করা হয়েছে, গরম তেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে, উত্তপ্ত বালির উপর হেচঁড়ানো হয়েছে, ধারালো তলোওয়ার দিয়ে শরীর ক্ষত বিক্ষত করা হয়েছে , শেষ পর্যন্ত এই পথে অনেক ব্যক্তি শাহাদাতের সুধা পান করেছেন। মোটকথা সে সকল ব্যক্তি দ্বীনের খাতিরে এরকম কষ্ট সহ্য করেছেন, আমরা যখন তাদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা শুনি তখন আমাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়, শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়, অন্তর অস্থির হয়ে যায়, চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়তে থাকে। শত কোটি হাম্বলিদের মহান পথপ্রদর্শক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে সেই সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن এর মাঝে গণনা করা হয় যারা দ্বীনের খাতিরে সীমাহীন আত্নত্যাগ করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে নানান কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যেমন

চাবুকের প্রতিটি আঘাতের বিপরীতে ক্ষমার ঘোষণা

একবার আব্বাসীয় খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর নির্দেশে এক জল্লাদ, হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পিঠে বার বার চাবুক মারতে লাগলো, যার ফলে তার পবিত্র পিঠ মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো এবং চামড়া মোবারক উঠে গেলো, এর মধ্যে তার পায়জামাও নিচে নেমে যেতে লাগলো তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ ! তুমি জানো যে আমি সত্যের উপর আছি, আমাকে বেপর্দা হওয়া থেকে রক্ষা করো, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ পায়জামা শরীফের নিচে নেমে যাওয়া থেমে গেলো। এরপর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বেহুশ হয়ে গেলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ ছিলো প্রতিটি চাবুকের আঘাত খেয়ে বলতেন: আমি মু'তাসিম বিল্লাহর ত্রুটি ক্ষমা করেছি। পরবর্তীতে মানুষ যখন এর কারণ জানতে চাইলো তিনি বললেন: মু'তাচিম বিল্লাহ, নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাজান হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বংশধর। আমার ঐ বিষয়ে লজ্জা হচ্ছিলো যে কিয়ামতের দিন এটা যেন না বলা

হয় যে "আহমদ বিন হাম্বল নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজানের আউলাদকে ক্ষমা করেনি"।

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ধারাবাহিক আটাশ (২৮) মাস (অর্থাৎ দুই বছরের বেশি) বন্দি রাখা হয়, এই সময় তাকে প্রতি রাতে চাবুক মারা হতো, শেষ পর্যন্ত তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন, তলোওয়ার দিয়ে আঘাত করা হতো, পায়ের তালু পিষ্ট করা হতো। কিন্তু তার অবিচলতাকে মারহাবা ! মুসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়ার পরও তিনি অটুট ছিলেন।

হযরত আল্লামা হাফিয ইবনে জাওযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণনা করেন: হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ৮০টি চাবুক এমনভাবে মারা হয়েছে যদি কোন হাতির উপর মারা হতো তবে সেটাও চিৎকার করে উঠতো! কিন্তু তিনি কি সুন্দর ধৈর্যশীল ইমাম ছিলেন! **(ফয়যানে সুন্নাত ১/৪১৪,৪১৫)**

বর্ণিত রয়েছে: যখন তাকে প্রহার করা হলো এবং জুলুম অত্যাচার ছেয়ে গেলো তো তিনি ধৈর্যে অটল ছিলেন। যার কারণে সর্বস্থানের মানুষের কাছে ভালোবাসার পাত্র হয়ে গেলেন । তিনি সর্বদা লোকজনের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র হয়ে ছিলেন এমন কি যখন মানুষ তাকে দেখতো তখন মনে করতো যেন তারা কোন বাঘ দেখছে। **(আর রউযুল ফায়িক ২২১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং অলি হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর কি রকম কঠিন বিপদ এসেছে কিন্তু তিনি কান্না-কাটি, চিল্লা-চিল্লি, অভিযোগ, অধৈর্য্য এবং অকৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে ধৈর্য্য এবং সন্তুষ্টির রশি ধরে রেখেছেন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর রাজি ছিলেন। তার জানা ছিলো যে বিপদ আপদ, সংকট আসা কষ্টের কারণ নয় বরং রহমত ও সৌভাগ্যের কারণ। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কল্যাণ আল্লাহ পাক কামণা করেন, বিপদগ্রস্তের গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেন, সংকটাপন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক হিসাব বিহীন দান করেন এবং বিপদ গোপনকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দরবার

হতে ক্ষমার লিখিত আদেশ পাওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। সুতরাং আমাদের এই মনমানসিকতা তৈরি করা উচিৎ যে যতোই বিপদ আসুক না কেন, বিপদ আপদের তুফান আমাদের ভয় দেখানোর শত চেষ্টা করুক, দুশ্চিন্তার বন্যা বয়ে যাক এবং রোগ বালাই চার দিকে ছেয়ে যাক কখনোও অভিযোগের শব্দ মুখে না আনা, সবকিছুতে ধৈর্য্য ধারন করে এর বিনিময়ে পাওয়া সাওয়াবের কল্পনায় এমনভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া যেন কষ্টের অনূভবটুকুও দূর হয়ে যায়। এটাও জানা গেলো! হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অনেক বড় আশিকে রাসূলও ছিলেন, মু'তাসিম বিল্লাহকে শুধুমাত্র এইজন্যে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে সে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ তার চাচাজান হযরত সায়্যিদূনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধর ছিলেন। খেয়াল করুন, যিনি নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক রাখে তাদেরকে এইভাবে সম্মান করেন তিনি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কি পরিমাণ ইশক ও ভালবাসা পোষণ করতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধর, তার সাহাবা, তার আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বরং তার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে ও তাঁর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বস্তুকে আদব ও সম্মান করা এবং এমন পরিবেশে থাকা যেখানে রাসূলের প্রেমসুধা , বুযুর্গদের ভালবাসা, আদব ও সম্মান দিয়ে অন্তর পরিতৃপ্ত করে দেওয়া হবে ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরো! হাম্বলী মাজাহাবের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবনের আরো একটি উজ্জল দিক হলো যে তিনি আল্লাহ পাকের ইবাদত যেমন নামায, রোযা এবং তিলাওয়াতের প্রতি সীমাহীন আন্তরিক ছিলেন। আল্লাহর ইবাদতের প্রতি তার ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে চাবুকের ভয়ংকর এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করার পরও তার সাহস অটুট ছিলো এবং অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় করা তার প্রতিদিনকার অভ্যাস ছিলো। আসুন! হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদতের স্পৃহা সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর বাণী শ্রবণ করি, যেমন

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদতের স্পৃহা

হযরত ইদ্রিস হাদাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সর্বদা নামায পড়তে, কুরআনে শরিফ তিলাওয়াত করতে এবং অন্য কিতাব পড়তে দেখেছি এবং কখনো কোন দুনিয়াবী কাজে মশগুল দেখিনি। যখন সেইসব কাজে চাপ বেড়ে যেতো তখন এক, দুই তিন দিন পর্যন্ত কিছু খেতেন না। যখন নিজের ঘরের কাউকে দেখতেন তখন পানি পান করতেন যাতে সে মনে যে তার পেট ভরা আছে।

তার শাহজাদা হযরত আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার শ্রদ্ধেয় পিতা প্রতি রাতে এক মঞ্জিল কুরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন এবং সাত দিনে কুরআন শরিফ খতম দিতেন এরপর সকাল পর্যন্ত দাড়িয়ে ইবাদত করতেন। তিনি প্রতিদিন তিনশত (৩০০) রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। তাকে চাবুক মারার পর তিনি দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি প্রতি দিন একশত পঞ্চাশ (১৫০) রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। তিনি তিনবার (৩)প্রশান্ত হয়ে যেতেন এবং তিন (৩) বার তার আওয়াজ বড় হতো। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৯/১৯২, ১৩৬৫৮ নং)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে যুগের বুযুর্গ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি পরিমাণ ইবাদত করতেন। আমরা একটু আমাদের নিজেদের হিসাব করি আমরা নামায, রোযা এবং কুরআনে পাকের তিলোওয়াতের প্রতি কিরুপ ভালবাসা রাখি। নামাযের গুরুত্ব এই বাণী হতে অনুধাবন করি যে রাসূলে করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের ব্যাপারে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে যদি সেটা পরিপূর্ণ পায় তাহলে সেটা এবং তার সকল আমল সমূহ কবুল হবে এবং যদি সেটাতে অপূর্ণতা হয় তাহলে সেটা এবং অন্যান্য সকল আমল বৃথা হয়ে যাবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪২৮) নফল রোযা সম্পর্কে বলেন: যে একদিনের নফল রোযা রেখেছে আল্লাহ পাক তাকে দোযখ হতে এতো দূরে রাখবে যতটুকু আসমান এবং যমিনের দূরত্ব রয়েছে। (মু'জামে কবির ১৭/১২০, হাদীস ২৯৫) এবং কুরআনে পাকের তিলোওয়াতের ফযিলত বর্ণনা করতে

গিয়ে বলেন: আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআনের পাকের তিলোওয়াত করা। (শূয়াবুল ঈমান, ২/৩৫৪, হাদীস ২০২২)

কিন্তু আফসোস! আমরা সেই ইবাদত সমূহ থেকে দূরে থাকি, কিছু মানুষের অধিকাংশ সময় হোটেলে, বন্ধুদের আড্ডায়, পত্রিকা পড়তে , নিরর্থক গল্প কাহিনি পড়ে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ইত্যাদিতে সময় কেটে যায়, আযান হয়, নামাযের সময় চলে যায়, মসজিদে দামি কার্পেট, টাইলস, হাউজ, পাখা, লাইট অযুখানা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা বর্তমান আছে, কিন্তু আফসোস! কিছু লোক নফল নামায যেমন তাহাজ্জুদ, আওয়াবিন, ইশরাক ও চাশত, সালাতুত তাওবা এবং অন্যান্য ফযিলত মন্ডিত রাতগুলোতে নফল পড়াতো দূরের কথা ফরয নামায জামাতে আদায় করার জন্যে মসজিদে আসতে আগ্রহী নয়। নামাযের দাওয়াত দেওয়া হলে উত্তর পাওয়া যায়: জুমার দিন হতে পড়বো, হজ্ব এবং ওমরা করে নিই এরপর পড়বো, কাপড় বা শরীর নাপাক ইত্যাদি। একইভাবে কুরআনে পাক পড়তে, শিখতে, এবং সেটাকে বুঝতে এবং আমল করার পরিবর্তে মসজিদে তাকে রেখে দেওয়া হয়, যারা একদম পড়তেই পারে না তাদের তো অবস্থা এমন যে বছরের পর বছর চলে যায় কিন্তু সেই প্রিয় কিতাব খুলে দেখার সুযোগ পর্যন্ত হয়না, সেটাকে আজ ইছালে সাওয়াবের মাধ্যম বানিয়ে নেওয়া হয়েছে বা খতম দেওয়া ইত্যাদি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মহরম, রজব, শাবান এবং শাওয়াল মাসেও নফর রোযা রাখার সবোর্ত্তম সুযোগ থাকে কিন্তু সেই মাসেও রোযা পালন করার পরিমাণ খুবই কম দেখা যায়, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এখনতো মাহে রমযানের মতো সম্মানীত এবং বরকত মন্ডিত মাসে ফরয রোযা রাখার প্রবণতাও বোধ হয় অতি দ্রুত বিলুপ্তের পথে ধাবমান হচ্ছে।

অতঃএব আমরা যদি চাই যে আমাদের মধ্যেও ফরয ইবাদতের সাথে সাথে নফল ইবাদতেরও আগ্রহ সৃষ্টি হোক, ইবাদতে অলসতা দূর হয়ে যাক, আমরা নামাযের প্রতি যত্নশীল হয়ে যাই, নফল রোযা রাখার স্পৃহা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাক, প্রতিদিন কুরআনে পাকের তিলোওয়াতের অভ্যাসের দৃঢ় অভ্যাস তৈরি হোক তো আসুন! নামাযি বানানোর সংগঠন, নফল রোযা পালনের সংগঠন, ফয়যানে কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে চলে

আসুন, দাওয়াতে ইসলামীর উদ্যেগে অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারাতে নিয়মিত অংশগ্রহন করুন। যেলি হালকার ১২ মাদানী কাজ করুন, কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করুন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরিদ হয়ে যান, যদি অন্য কোন পীরের মুরিদ হয়ে থাকেন তাহলে তালিব হয়ে যান। দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি খেদমতের কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ হতে যে কোন বিভাগে নিজে খেদমত করুন। সেই ভাল কাজে মগ্ন থাকার বরকতে আপনি আপনার মাঝে অভাবনীয় পরিবর্তন অনূভব করবেন। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! খোদাভীরুতা ও পরহেযগারী আল্লাহ পাকের অনেক বড় নিয়ামত, কোরআনে করিম এবং হাদীস শরীফে তাকওয়া ও মুত্তাকি লোকদের অসংখ্য ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন

(১) আল্লাহ পাকের দরবারে সম্মানীত সেই ব্যক্তি যে তাকওয়াবান। (হুজরাত ১৩) (২) আল্লাহ পাক খোদাভীরুদের সাথে রয়েছেন। (বাকারা ১৯৪) (৩) আল্লাহ পাক মুত্তাকি লোকদের ভালবাসেন। (আল ইমরান ৭৬) (৪) জান্নাত খোদাভীরুদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। (আলা ইমরান ১৩৩) (৫) কিয়ামতের দিন খোদাভীরু লোকদের মেহমান বানিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করা হবে। (মরিয়ম ৮৫) (৬) খোদাভীরুদের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট নিয়ামত সম্পন্ন জান্নাত রয়েছে। (কলম ৩৪) (৭) আল্লাহ পাক খোদাভীরু লোকদের সাহার্য্যকারী। (জাসিয়া ১৯) (৮) খোদাভীরু লোক কিয়ামতের দিন একে অপরের বন্ধু হবে। (যুখরুফ ২৭) (৯) খোদাভীরু লোকেরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। (দুখান ৫১) (১০) আখিরাতে কল্যাণময় পরিণতি খোদাভীরু লোকদের জন্যে। (হুদ ৫১) (১১) তাকওয়া ফযিলত লাভ করার কারণ।[১] (১২) তাকওয়া সর্বত্তোম পন্থা।[২]

---

[1] মু'জামে আউসাত, ৩/৩২৯, হাদীস ৪৭৪৯
[2] কানযুল উমাল ২/৪১, হাদীস ৫৬৩২

(১৩) যাকে তাকওয়া দান করা হয়েছে তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বত্তোম বস্তু দেওয়া হয়েছে।[৩] (১৪) তাকওয়া আখিরাতের সম্মান।[৪] (১৫) মুত্তাকি লোক সর্দার।[৫]

(সীরাতুর যিনান ৮/৪৯৬ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্তায় তাকওয়া ও পরহেযগারি কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিলো। তার তাকওয়ার নিদর্শন হচ্ছে যে হারাম ও নাজায়িয তো দূরের কথা তিনি এমন বিষয় থেকে অনেক দূরে থাকতেন যেগুলোতে হালাল -হারাম, জায়িয-না জায়িয হওয়ার বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ থাকে। আসুন! এই সম্পর্কে তার জীবনের ২ টি ঈমান উদ্দীপক ঘটণা শ্রবণ করি, যেমন

(১) লক্ষ কোটি হাম্বলীদের মহান পথপ্রদর্শক হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হযরত সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইস্পাহানের কাযি ছিলেন। একবার হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাদিম হযরত সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রান্না ঘরে বানানো আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে ইমাম সাহেবের খেদমতে পেশ করল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এগুলো এরকম নরম কেন? খাদিম তার শাহজাদার ঘরের আটা নেওয়ার বিষয় বলে দিলো। তিনি বললেন: আমার ছেলে ইস্পাহানের কাযি, তার আটার খমির কেন নিয়েছ? এখন আমি এই রুটি খাবনা, এগুলো কোন ফকিরকে দিয়ে দাও কিন্তু তাকে এটা বলে দিবে যে এই রুটিতে কাযির রান্নাঘরের আটা মিশ্রিত রয়েছে। ঐ দিন হতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন ফকির এলো না, শেষ পর্যন্ত রুটি গুলো নষ্ট হয়ে গেলো। খাদিম রুটিগুলো দজলা নদীতে ফেলে দিলো। হযরত আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাকওয়ার প্রতি মারহাবা! তিনি এরপর থেকে দজলা নদীর মাছ কখনো ভক্ষণ করেননি। (তাযকিরাতুল আউলিয়া ১৯৭)

(২) হযরত ইদ্রিস হাদ্দাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে হাজির হলেন। ওখানে তিনি দরিদ্রতার সম্মুখীন হলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে একটি বালতি ছিলো। সেটা

---

3 কানযুল উমাল, ২/৪১, হাদীস ৫৬৩৮
4 ফৈরদৌসুল আখবার, ২/৫, হাদীস ৩৪১৮
5 কানযুল উমাল, ২/৪১, হাদীস ৫৬৫০

তিনি কিছুর বিনিময়ে একজন সবজি বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখেন। যখন আল্লাহ পাক তার দরিদ্রতা দূর করে দিলেন তখন তিনি সেই সবজি বিক্রেতার নিকট আসলেন এবং তাকে টাকা দিয়ে নিজের বালতি ফেরত চাইলেন। সবজি বিক্রেতা দাড়িয়ে আরো একটি সহ দুটি বালতি নিয়ে আসলো এবং বলতে লাগলো: আপনার বালতি সম্পর্কে আমার সন্দেহে হচ্ছে, আপনি এগুলো হতে যেটা মন চায় নিয়ে নিন। তো তিনি বললেন: আমারও সন্দেহ জন্মে গেছে যে আমার বালতি কোনটি? আল্লাহ পাকের শপথ! আমি তা কখনো নিবো না। সবজি বিক্রেতা বলল: আল্লাহ পাকের শপথ! আমিও সেটা দিয়ে দেওয়া ব্যতীত ছাড়বো না। শেষ পর্যন্ত দুইজনে সেগুলো বিক্রি করে টাকাগুলো সদকা করতে রাজি হয়ে গেলেন। (আর রউযুল ফায়িক ২২১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আপনারা শুনলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কি পরিমাণ মুত্তাকি এবং পরহেযগার ছিলেন তিনি বালতি সেই ভয়ে নেননি যে সেই বালতিটি অন্য কারো কিনা এবং এটা নেওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন যেন ঋণী হতে না হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরও তাদের মতো মাদানী মানসিকতা নসীব করুক, তাদের মতো আমাদেরও আল্লাহর ভয় নসীব করুক, তাদের মতো সতর্কতা নসীব করুক, তাদের মতো তাকওয়া নসীব করুক, তাদের মতো অল্পতে সন্তুষ্ট হওয়া নসীব করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সুরমা লাগানোর সুন্নাত এবং আদব সমূহ

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" হতে সুরমা লাগানোর সুন্নাত এবং আদব শুনি: * নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সবচাইতে উত্তম সূরমা হচ্ছে 'ইসমাদ'। কেননা, এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।" (ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস ৩৪৯৭) * পাথুরী সূরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই। কালো সূরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে

হিন্দিয়া, ৫/৩৫৯) * শয়ন করার সময় সূরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরাতুল মানাযিহ ৬/১৮০) * সূরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি; (ক) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (খ) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (গ) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই শলাই দুইবার করে, আর শেষে এক শলাই সূরমা উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮, হাদীস ৬৪২৮) * এইভাবে আমল করার দ্বারা اِنۡ شَآءَ الله তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। * আদব ও সম্মানের যতোই কাজ রয়েছে সকল কিছু আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন, সুতরাং প্রথমে ডান চোখে সুরমা লাগান এরপর বাম চোখে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد